দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং নীতিবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে। "নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক শিরোনামটি আজকাল সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি নারী শিক্ষার দুর্গম পথকে সুগম করতে পারবে না। নারী শিক্ষার পথকে বিস্তৃত এবং কন্টকমুক্ত করবার প্রয়াসে আমাদের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে পিছিয়ে আছে। এ অবস্থা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। নারী শিক্ষার পরিমাণ ব্যাপকভাবে কম থাকার দরুন আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ক্রমাগত ব্যাহত হচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে মহিলাদের নিরক্ষরতা সমস্যা আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিটি সমস্যার পেছনে একাধিক [illegible] যুক্ত থাকে। তদানুযায়ী মহিলাদের ব্যাপক অশিক্ষিত থাকার পেছনেও একাধিক কারণ রয়েছে। মহিলাদের নিরক্ষরতা সমস্যার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

প্রথমত: আমাদের সমাজ ব্যবস্থা: বর্তমানে আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয় না। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারলে সমাধান কল্পনাতীত। ঠিক সেই একই কারণে বর্তমানে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজন নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশনে সময়োপযোগী এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ধর্মান্ধতা: ইসলামের ধূয়া তুলে এবং পবিত্র কোরআনের সঠিক অর্থ তুলে ধরতে না পারার দরুন গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তি নারী শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নন। এখানে নারী শিক্ষার পর্দা প্রথার বিপরীত ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম এবং ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে সঠিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়ত: সামাজিক কুসংস্কার: "নারীদের দিয়ে রান্না-বান্না এবং সংসারের কাজ ব্যতীত অন্য কাজ করালে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে" এ জাতীয় মনোভাব নারী শিক্ষার পথে অন্তরায়। এ ক্ষেত্রে মন ও মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল হবে। নারীদের যদি পাঠ্য শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহলে পারিবারিক বাধা বিঘ্ন অনেক ক্ষেত্রে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। নিরাপত্তার কারণে মেয়েরা অনেক সময় ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস পায় না। এজন্য গণশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে মেয়েদের ঘরে বসে শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামে [illegible] হোক প্রতিটি উপজেলায় এই গণশিক্ষা কর্মসূচীর জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নের তদারকীর দায়িত্ব নিতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবতার নিরিখে হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা শেষ হবার পর বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে অনিশ্চিতভাবে বসে থাকতে হলে নারী শিক্ষার হার পিছিয়ে থাকতে বাধ্য। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে।

কোন প্রগতিশীল কাজকেই পিছিয়ে রাখা যায় না। তাই নারী শিক্ষার পথে ব্যাপক বাধা থাকা সত্ত্বেও এদেশে নারী শিক্ষার পথ বিস্তৃত হবেই এ জাতীয় মনোভাব এবং নীতিকে সামনে রেখে সঠিক নেতৃত্বে এগিয়ে চললে সমস্যার সমাধান একদিন হবেই ইনশাল্লাহ।

—ফারহানা ইসলাম জয়া।